দেবীপক্ষ যেমন শুরু হয়ে যায় মহালয়া ছুঁয়ে, প্রেমপক্ষের তেমন শুরু ৭ ফেব্রুয়ারি। ওই দিনটা নাকি রোজ ডে। গোলাপের দিন। ওই দিন হয়তো নিহত গোলাপ বিচার পায়। পঞ্চাশ টাকা স্টিক! এরপরের দিনগুলো ক্রমান্বয়ে প্রোপোজাল ডে, চকোলেট ডে, টেডি ডে, প্রমিজ ডে, কিস ডে এবং হাগ ডে। প্রেমপক্ষের শেষ দিনটা হল ভ্যালেন্টাইন ডে। পক্ষকাল যত বাড়ানো যায়, ব্যবসাও তত

সপ্তাহকয়েক আগে খবরের কাগজ থেকে এক অবাক করা ব্যাপার জানা গেল। শিক্ষাক্ষেত্র নিয়ে কাজ করে এমন এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন একটা সমীক্ষা জানিয়েছিল। দেখা গিয়েছে, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জেলার চোদ্দো থেকে আঠারো বছর বয়সী যারা, তাদের প্রায় আটচল্লিশ শতাংশ ছেলেমেয়েই দেশের রাজধানীর নাম জানে না। মানচিত্রে বিশ্ববাংলা দেখাতে বললে ঠোঁট উল্টোয় ৭৩.৫ শতাংশ পড়ুয়া। ঘড়ি দেখে সময় বলতে সড়গড় নয় অনেকে, এই বয়সেও। হয়তো রাষ্ট্রপতির নাম জিজ্ঞেস করলে থরথর করে কাঁপে।

কয়েক বছর আগে টেলিভিশনে একটা অনুষ্ঠান দেখেছিলাম। দিনটা সম্ভবত ছিল রবীন্দ্র জয়ন্তী। পথচলতি মানুষদের মধ্যে হঠাৎ করে কারও কারও সামনে মাইক্রোফোন নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'রবীন্দ্রনাথ কে ছিলেন?' একজন বলেছিলেন, 'ও এক সাধু থা'। আর একজন কপালে ফটাফট তিনজোড়া প্রণাম ঠুকে বলেছিলেন, 'রবিঠাকুর? এক মস্ত বড় ঠাকুর ছিলেন। জোড়াসাঁকোতে ওঁর নামে ঠাকুরবাড়ি আছে।' ভ্যালেন্টাইন ডে নিয়েও একই কথা বলা যায়, নির্দ্বিধায়। দেশের বারো আনা মানুষই জানে না, এই দিনটা আসলে কি। শুধু একটা জিনিস জেনে গিয়েছে। সারসত্য। ওই দিনটায় দুনিয়া উল্টে গেলেও প্রেম করতে হয়। প্রেমিকাকে জড়িয়ে ধরে পরপর চুমু খেতেই হয়। কপাল থাকলে একটু পরকীয়াও করতে হয়। আর ওই দিনটায় দিঘা-মন্দারমণির হোটেলের থেকেও হোটেলের 'ঘর'-এর চাহিদা বেড়ে যায়। ঘণ্টাপিছু হলে তাই সই।

গত কয়েক বছরে আমাদের সংস্কৃতিতে যে সমস্ত হুজুগ আমদানি হয়েছে, তার মধ্যে ভ্যালেন্টাইন ডে-র শেয়ার প্রাইস, মানে বাজারদর সবচেয়ে বেশি। আমরা যারা তিরিশ পেরিয়েছি সদ্য, তারা স্কুলজীবনে জানতাম না এই নামে কোনও দিন হয়। ঠিক যেমন জানতাম না ধনধনাধন ধনতেরাস ধনবর্ষা, গণপতি বাপ্পা মোরিয়া। মিডিয়া আমাদের ঘাড় ধরে বুঝতে শিখিয়েছে, ধনবর্ষায় সোনার দোকানে না গেলে যেমন জাত যায়, ঠিক তেমনই ভ্যালেন্টাইন ডে-তে প্রেম করতে না পারে স্টেটাস তোমার ধূলায় হয়েছে ধূলি। চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি। ভি-ডে। ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টোচ্ছে যত, এই ভি-এর আকার ক্রমশ আকাশ ছুঁচ্ছে। চোদ্দোই ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্বের পাশাপাশি ভারতেও এক মস্ত বড় ইভেন্ট। ভালোবাসার দিন। তবে যা-ই হোক, এই ভালোবাসা কিন্তু শুধু কামরসে চোবানো ভালোবাসা নয়। এই দিনটার সূত্রে আমরা সবচেয়ে বড় ভুলটা করি এই জায়গাতেই।

একটু ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরানোর চেষ্টা করা যেতে পারে। যদিও ভ্যালেন্টাইন ডে-র ইতিহাস কুয়াশামাখা। এই দিনের ব্যুৎপত্তির কংক্রিট কারণ আজও জানা যায় না নিশ্চিতভাবে। বেশ কয়েকটা মত প্রচলিত আছে। ফিরতে হবে তৃতীয় শতাব্দীর ইতালিতে। রোমে। ভ্যালেন্টাইন নামে একজন ক্যাথলিক ধর্মযাজক ছিলেন। সন্ত। একইসঙ্গে তিনি ছিলেন চিকিৎসকও। সেইসময় রোমান সাম্রাজ্যের অধিপতি ছিলেন দ্বিতীয় ক্লডিয়াস। তাঁর বাহিনী বীরবিক্রমে একের পর এক রাজ্য জয় করছে তখন। ক্ষমতার সাধ তো মেটার নয়। তাই রাজার দরকার আরও অনেক বেশি শক্তিশালী সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় ক্লডিয়াস বুঝেছিলেন, মন দিয়ে যুদ্ধ করানোর জন্য যে জিনিসটা সবার আগে ত্যাগ করা দরকার, তা হল পিছুটান। মায়া। এই মায়ার সবচেয়ে বড় কারণ কি? জোয়ান সেনার তরুণী, যুবতী ভার্যাই তো। রাজা যুদ্ধটাই করে গিয়েছিলেন। মাঠে নেমে হাওয়া খাননি কোনওদিন। ভাণ্ডারে রাশি রাশি সোনাদানা ঠাসাঠাসি করতে হবে জলদি। সময় নেই মোটে। ফলে তিনি বিয়ে জিনিসটাই বেআইনি ঘোষণা করে দিলেন। তবে রাজার এই ফতোয়া মেনে নিতে পারেননি সন্ত ভ্যালেন্টাইন। দ্বিতীয় ক্লডিয়াসের চোখ রাঙানিকে পাত্তা না দিয়ে তিনি একের পর এক বিয়ে দিয়ে যেতে থাকলেন তরুণ তুর্কিদের। গোপনে। এই অপরাধ বেশিদিন চাপা থাকেনি অবশ্য। রাজরোষে সন্তের মৃত্যুদণ্ড হয়। সম্ভবত, ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুর দিনটা ছিল ১৪ ফেব্রুয়ারি।

অন্য এক মত বলে, কারারুদ্ধ করে রাখা হত যে সব খ্রিস্টান বন্দিদের, তাঁদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করতেন ভ্যালেন্টাইন। তিনি তো ধর্মযাজকও বটে। কারাগারে বন্দি ছিলেন ভ্যালেন্টাইন নিজেও। রোমান কয়েদখানায় খ্রিস্টান বন্দিদের উপর চলত অকথ্য অত্যাচার। বন্দি থাকার সময় চিকিৎসাটাও চালিয়ে যেতেন ভ্যালেন্টাইন। শোনা যায়, ওই কারাগারের এক রক্ষীর মেয়ের ছিল চোখের অসুখ। মেয়েটি মাঝেমধ্যেই কয়েদখানায় আসত, সন্তের সঙ্গে দেখা করতে। চিকিৎসা করে তার সমস্যা পুরোপুরি সারিয়ে দিয়েছিলেন ভ্যালেন্টাইন। তবে শুধু এটুকুতেই শেষ নয়। মেয়েটির প্রেমেও পড়েছিলেন তিনি। ঘটনাটা জানাজানি হয়ে যায় হু হু করে। রাজা ক্লডিয়াস রাগে, হিংসায় মৃত্যুদণ্ড দেন সন্তকে। কেউ কেউ বলেন, মারা যাওয়ার আগে ওই সন্ত কারারক্ষীর মেয়েকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। ভালোবাসার চিঠি। চিঠির শেষে লিখেছিলেন, 'ফ্রম ইওর ভ্যালেন্টাইন'। ভ্যালেন্টাইন শব্দটার গায়ে ভালোবাসার প্রলেপ হয়তো পড়েছে এর থেকেই। এ ছাড়াও আরও কয়েকটা মত আছে এই বিশেষ দিনকে ঘিরে। তবে ঘটনাটা যে খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে ঘটেছিল, তা মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। রহস্যে মোড়া আছে সন্ত ভ্যালেন্টাইনের মৃত্যুর আসল কারণও। গোপনে বিয়ে দেওয়ার জন্য, খ্রিস্টানদের জেলখানা থেকে পালাতে সাহায্য করার জন্য নাকি খ্রিস্টধর্ম প্রচার – ঠিক কী কারণে রাজরোষে মরতে হয়েছিল তাঁকে, তার কোনও নির্ভুল যুক্তি নেই। এ নিয়ে চর্চা হয়েছে প্রচুর। ঠিকঠাক উত্তর মেলেনি।

সন্ত ভ্যালেন্টাইন হয়তো কখনও ভাবেননি তাঁর নামে এই দিনটি একদিন পৃথিবী জুড়ে দাপিয়ে ব্যবসা করবে। লতানো গাছের আঁকশির মতো ভ্যালেন্টাইন ডে এখন এক লম্বা পার্বণ। দেবীপক্ষ যেমন শুরু হয়ে যায় মহালয়া ছুঁয়ে, প্রেমপক্ষের তেমন শুরু ৭ ফেব্রুয়ারি। ওই দিনটা নাকি রোজ ডে। গোলাপের দিন। ওই দিন হয়তো নিহত গোলাপ বিচার পায়। পঞ্চাশ টাকা স্টিক! এরপরের দিনগুলো ক্রমান্বয়ে প্রোপোজাল ডে, চকোলেট ডে, টেডি ডে, প্রমিজ ডে, কিস ডে এবং হাগ ডে। প্রেমপক্ষের শেষ দিনটা হল ভ্যালেন্টাইন ডে। পক্ষকাল যত বাড়ানো যায়, ব্যবসাও তত। সারা বিশ্বজুড়ে প্রতি বছর যা কার্ড চালাচালি হয়, তার মধ্যে সবার প্রথমে স্বাভাবিকভাবেই আছে বড়দিনের কার্ড। আর বড়দিনের কার্ডের সংখ্যার ঠিক পরেই জায়গা করে নিয়েছে ভ্যালেন্টাইন ডে-র কার্ড। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও এই তালিকা খাটে। যত দিন যাচ্ছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে এই সংখ্যা। প্রথম সারির শহরের কথা তো ছেড়েই দেওয়া গেল, টিয়ার দুই, টিয়ার তিন শহর, এমনকি গ্রামেও এই দিনটা নিয়ে উন্মাদনা বাড়ছে। বছরতিনেক আগে অ্যাসোচ্যাম একটা

দ্বিতীয় ক্লডিয়াস বুঝেছিলেন, মন দিয়ে যুদ্ধ করানোর জন্য যে জিনিসটা সবার আগে ত্যাগ করা দরকার, তা হল পিছুটান। মায়া। এই মায়ার সবচেয়ে বড় কারণ কি? জোয়ান সেনার তরুণী, যুবতী ভার্যাই তো। রাজা যুদ্ধটাই করে গিয়েছিলেন। মাঠে নেমে হাওয়া খাননি কোনওদিন